সংবাদ

তারিখ 13 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সম্পাদকীয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিহীনতা

সেশনজট, সন্ত্রাস, শিক্ষা উপকরণের অভাব, পরিবহন সঙ্কট, আবাসিক সঙ্কট ইত্যাদি সমস্যা জর্জরিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে এক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেল। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের দু'টি গবেষণাপত্রে প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ ভাগ আবাসিক ছাত্রছাত্রী পুষ্টিহীনতায় ভুগছে, যাদের মধ্যে ৫৮ ভাগ ছাত্র ও ৪৬ ভাগ ছাত্রী। এসব ছাত্রছাত্রী তাদের উচ্চতার তুলনায় ওজনেও কম। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই হলে আসার পর ওজন হারাতে থাকে। বিভিন্ন আবাসিক হলের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন যে খাবার গ্রহণ করে তাতে প্রয়োজনের তুলনায় ক্যালরি, প্রোটিন এবং ভিটামিনের পরিমাণ খুবই কম থাকে। এ কারণে তারা 'লো প্রেসারে' ভোগে। দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিগ্রহণের ক্ষেত্রে এ দৈন্যদশা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই যদি অপুষ্টির শিকার হয়ে পড়ে তাহলে তারা জাতিকে 'পুষ্টিকর' নেতৃত্ব কিভাবে উপহার দেবে? বিষয়টি শুধু হতাশারই নয় উদ্বেগজনকও বটে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিহীনতা বিষয়ে গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, হলের ক্যান্টিন এবং ডাইনিংয়ের অপর্যাপ্ত ও নিম্নমানের খাদ্য প্রদানই ছাত্রছাত্রীদের অপুষ্টির প্রধান কারণ। ক্যান্টিন ও ডাইনিংগুলো থেকে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয়, তাতে হল প্রশাসনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সব হলেই ডাইনিং-ক্যান্টিন দেখাশোনার জন্য একজন, কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি আবাসিক শিক্ষকের দায়িত্ব থাকলেও তারা কদাচিৎ এদিকে নজর দেন। অধিকাংশ হলে নিম্নমানের চাল, পচা-গলা মাছ, কাঁচাবাজার এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। তাছাড়া হলগুলোতে যে খাদ্য পরিবেশন বা বিক্রি হয়, তা সুস্থ ও স্বাভাবিক দেহের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী হলের বাইরে খাবার গ্রহণে বাধ্য হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্রদের ওজন তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে কম। সমীক্ষা অনুযায়ী ৪০.৬৫ ভাগ আবাসিক ছাত্র বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টির শিকার। অভিযোগ রয়েছে, চাঁদাবাজি, মস্তানি ও ব্যাপকহারে 'ফাও' খাওয়ার কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে মানসম্মত খাবার পরিবেশন করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না। সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ চক্রের চাহিদা মেটাতে গিয়ে ডাইনিং-ক্যান্টিনের পরিচালকরা নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অপুষ্টির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা নিম্নমানের খাবার খেয়ে অপুষ্টির শিকার হোক- তা মোটেও কাম্য নয়। পুষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভাল কিছু আশা করা যায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞান-মেধা-দক্ষতা সবক্ষেত্রেই এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। এজন্য অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। চাঁদাবাজ-মস্তানদের খপ্পর থেকে ডাইনিং-ক্যান্টিন মুক্ত রাখা, হল প্রশাসনের সরাসরি নজরদারি, যথাযথভাবে হাউস টিউটরদের দায়িত্ব পালন, খাদ্য তালিকা অনুসরণে ক্যান্টিন-ডাইনিং পরিচালকদের বাধ্য করা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিহীনতার সমস্যা লাঘব করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ছাত্র সংসদকেও যুক্ত করা যেতে পারে। অপুষ্টির শিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহানুভূতিশীল হবেন বলেই আমরা আশা করি।